১২-০৬-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানের কোটি কোটি টাকা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, সব মাটিতে মিশে যাবে। তাই তোমরা এখন সত্যখণ্ডের জন্য সত্যিকারের উপার্জন কর।"

প্রশ্ন:- কেবলমাত্র কোন্ বিষয়ের জন্য তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে দেবতাদের থেকেও উঁচু মান্যতা দেওয়া হয়?

উত্তর:- আমরা ব্রাহ্মণরা এখন সকলের রুহানি সেবা করছি। আমরা পরমাত্মা পিতার সাথে সকল আত্মার মিলন করিয়ে দিই। দেবতারা এইরকম জনসেবা করেনা। ওখানে তো যেমন রাজা-রানী, সেইরকম প্রজা। এখানে যে যেমন পুরুষার্থ করছে ওখানে তার ফল ভোগ করে, কিন্তু তারা সেবা করে না। তাই তোমরা, সেবাধারী ব্রাহ্মণরা দেবতাদের থেকেও উঁচু।

ওম্ শান্তি। এটা কাদের সভা বসেছে? জীব-আত্মা এবং পরমাত্মার সভা। যাদের শরীর আছে তাদেরকে বলা হয় জীব-আত্মা, তারা হল মানুষ। আর ওনাকে বলা হয় পরমাত্মা। জীব-আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে... এই মিলনকে মঙ্গল মিলন বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে জীব-আত্মা বলা যাবেনা কারণ তিনি লোন নেন, শরীরের আধার নেন। তিনি স্বয়ং এসে বাচ্চাদেরকে বলছেন, আমাকেও প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি কোনো গর্ভে জন্ম নিই না। আমি এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদেরকে বোঝাই। তোমাদের অর্থাৎ জীব-আত্মাদের তো নিজের শরীর আছে। আমার নিজের কোনো শরীর নেই। এই সভা অন্যান্য সভার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তাই না? এমন নয় যে এখানে কোনো গুরু, অনুগামী অথবা শিষ্য বসে আছে। না, এটা তো একটা স্কুল (বিদ্যালয়)। এমন নয় যে গুরুর পরে শিষ্য তার সিংহাসনে বসবে। এখানে সিংহাসনের কোনো ব্যাপার নেই। বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে কে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। নিশ্চয় না থাকলে কেউ আসতে পারবে না। জীব-আত্মাদের বর্ণ হল ব্রাহ্মণ বর্ণ, কারণ পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা তাদের রচনা করেন। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম সর্বোত্তম, দেবতাদের থেকেও উত্তম। দেবতারা জনসেবা করেনা। ওখানে তো রাজা-রানীর যেমন অবস্থা, প্রজার অবস্থাও সেইরকম। যে যেমন পুরুষার্থ করেছে, সেই অনুসারে ফল ভোগ করে। তারা কোনো সেবা করে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে হুবুহু ৫০০০ বছর আগের মত রাজযোগ শিখছি। তোমরা হলে সন্তান। এখানে কোনো শিষ্য নেই। বাবা সব সময় বাচ্চা-বাচ্চা বলে বোঝাতে থাকেন। তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হয়েছ। আত্মা অবিনাশী, শরীরটা বিনাশী। শরীর তো কাপড়ের মত। এটা হল নোংরা অপবিত্র কাপড় কারণ আত্মা আসুরী মত অনুসারে বিকারের বশীভূত হয়, পতিত হয়ে যায়। পবিত্র এবং পতিত শব্দের উৎপত্তি বিকারের জন্যই হয়েছে। বাবা বলছেন, এখন আর পতিত হয়েও না। এখন সবাই রাবণের জেলে বন্দি কারণ এটা হল রাবণের রাজ্য। তাই বাবা তোমাদেরকে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্যতে নিয়ে যাচ্ছেন। গড ফাদার হলেন মুক্তিদাতা। তিনি বলেন, আমি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওখানে যাওয়ার পর বাচ্চাদেরকে পুনরায় এখানে এসে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রথমে দেবতাদেরকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। তারাই প্রথমে এসেছিল। এখন পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। কলিযুগের বিনাশ অতি নিকটে। সকলে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। হয়তো কোটিপতি হয়ে গেছে কিন্তু এটা হল রাবণের বাহ্যিক আড়ম্বর, এতেই সবাই প্রলুব্ধ হয়ে গেছে। বাবা

বোঝাচ্ছেন, এইসব হল মিথ্যা উপার্জন, এইগুলো সব মাটিতে মিশে যাবে। তারা কিছুই পাবেনা। তোমরা তো ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। এটা হল সত্যখন্ডের জন্য সত্যিকারের উপার্জন। সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। সকলেরই বানপ্রস্থ অবস্থা। বাবা বলেন, আমি হলাম সকলের সদগতিদাতা সদগুরু। সাধু থেকে পতিত, সকলকেই আমি উদ্ধার করি। ছোট বাচ্চাকেও সেখান হয় শিববাবাকে স্মরণ কর। বাকি সব চিত্র ইত্যাদি সরিয়ে দাও। এক শিববাবা, আর কেউ নয়। তোমরা জান যে আমরা বাবার কাছ থেকে পুনরায় বেহদ সুখের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো হদের বাবার কাছ থেকে হদের উত্তরাধিকার নিয়েছি, রাবণের আসুরী মত অনুসারে পতিত হয়েছি। মানুষ এইসব কথা বুঝতে পারেনা। রাবণকে জ্বালালে তার তো পুড়ে মরে যাওয়া উচিত। যখন মানুষকে পোড়ায় তখন তার নাম-রূপ সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রাবণের নাম-রূপের তো অন্ত হয় না। পুনঃ পুনঃ জ্বালাতে থাকে। বাবা বলছেন, এই ৫ বিকাররূপী রাবণ তোমাদের ৬৩ জন্মের শত্রু। ভারতের শত্রু মানে আমাদেরও শত্রু। যখন থেকে বাম মার্গে গেছি, তখন থেকেই রাবণের জেলে বন্দি হয়েছি। বরাবর অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে। রাবণ তো জ্বলেও না আর মরেও না। তোমরা এখন জানো যে রাবণের রাজ্যে আমরা খুব দুঃখী হয়ে গেছি। এটা হল সুখ এবং দুঃখের খেলা। গায়ন আছে, মায়ার কাছে হারলেই পরাজিত, মায়ার ওপর জয়ী হলেই বিজয়ী...। এখন মায়ার ওপর জয়ী হয়ে আমরা পুনরায় রামরাজ্য নিচ্ছি। রাম সীতার রাজত্ব তো ত্রেতাযুগে ছিল। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ওখানে কেবল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই ছিল। সেই রাজ্যকে ঈশ্বরীয় রাজ্য বলা হবে যেটা বাবা এসে স্থাপন করছেন। বাবাকে কখনো সর্বব্যাপী বলা যাবে না। আমরা সবাই ভাই-ভাই। বাবা একজনই। আমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই। বাবা বসে আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। বাবার নির্দেশ - আমাকে স্মরণ কর। আমি ভক্তির ফল দিতে এসেছি। কাদেরকে দিতে এসেছি? যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভক্তি করেছে। প্রথমে আমরা কেবল শিববাবার ভক্তি করতাম। সোমনাথের মন্দির কতই না সুন্দর। ভেবে দেখ যে আমরা কত ধনী ছিলাম। এখন গরিব, কড়িতুল্য হয়ে গেছি। তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের স্মৃতি এসেছে। তোমরা জেনেছ যে আমরা কি থেকে কি হয়ে গেছি। তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে। স্মৃতিলব্ধ শব্দটাও এই সময়ের। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে ভগবান এসে সংস্কৃতে গীতা শুনিয়েছেন। সংস্কৃতে বললে তোমরা বাচ্চারা কিছুই বুঝতে না। হিন্দি ভাষাই হল মুখ্য ভাষা। যেটা এই ব্রহ্মার ভাষা, সেই ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন। প্রতি কল্পে এই ভাষাতেই বোঝান। তোমরা জানো যে আমরা বাপদাদার সামনে বসে আছি। এটা হল ঘর, মাম্মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই আছে। আর কোনো এখানে সম্বন্ধ নেই। ভাই-বোনের সম্বন্ধ তখনই হবে যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হবে। নাহলে আত্মিক সম্বন্ধে তো সকলেই ভাই-ভাই। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। আত্মা জানে যে আমাদের বাবা এসেছেন। তোমরা ব্রহ্মান্ডের মালিক ছিলে। বাবাও তোব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তাই না? আত্মা যেমন নিরাকার, পরমাত্মাও সেইরকম নিরাকার। তাঁর নামই হল পরমাত্মা, অর্থাৎ ওপরের থেকেও ওপরে নিবাসকারী আত্মা। পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে কোনো সাধু সন্ত কিংবা মহাত্মা নেই। এখানে কেবল বাচ্চারা আছে, যারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। এছাড়া আর কেউ উত্তরাধিকার দিতে পারবে না। বাবা হলেন সত্যযুগের স্থাপক। তিনি সর্বদা সুখই দেন। এমন নয় যে সুখ দুঃখ সবই বাবা দেন। এইরকম কোনো নিয়ম নেই। বাবা স্বয়ং বলছেন, আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করাই। ২১ জন্মের জন্য দেবতা হও। তাই তিনি সুখদাতা, দুঃখহর্তা-সুখকর্তা। তোমরা এখন জানো যে দুঃখ কে দেয়? রাবণ দেয়। একেই বিকারী দুনিয়া বলা হয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বিকারী। সত্যযুগে উভয়েই

নির্বিকারী ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ওখানে সর্বদা নিয়মানুসারে রাজ্য পরিচালিত হত। প্রকৃতিও তোমাদের নির্দেশ অনুসারে চলত। ওখানে কোনো উপদ্রব হয়না। তোমরা বাচ্চারা স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছ। বিনাশও অবশ্যই হবে। হোলি উৎসবে সুন্দর সুন্দর মূর্তি বানায়। জিজ্ঞেস করে এদের পেট থেকে কি বেরোবে? উত্তর দেয় মুষল বেরোবে। আসল কথাটা তো তোমরাই জানো। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ওরা অনেক এগিয়ে। সবই বুদ্ধির কেরামতি। তাই বিজ্ঞানের কত অহংকার। সুখের জন্য এরোপ্লেন ইত্যাদি কতকিছুই না বানাচ্ছে। তারপর এইসবের দ্বারাই বিনাশ করবে। অন্তিমে নিজের কুলেরই বিনাশ করবে। তোমরা তো গুপ্ত। তোমরা কারোর সাথে লড়াই করোনা, কাউকে দুঃখও দাও না। বাবা বলছেন, মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। বাবা কি কখনও কাউকে দুঃখ দেন? তিনি তো সুখধামের মালিক বানান। তোমরাও সবাইকে সুখ দাও। বাবা বুঝিয়েছেন, কেউ কিছু বললে শান্ত এবং হাসিমুখে থাকতে হবে। যোগযুক্ত হয়ে হাসিমুখে থাকতে হবে। তোমাদের যোগবলের দ্বারা সেও শান্ত হয়ে যাবে। বিশেষ করে টিচারের চলন খুবই ভাল হতে হবে। কারোর প্রতিই যেন ঘৃণা না থাকে। বাবা বলছেন, আমার কারোর প্রতিই ঘৃণা নেই। আমি জানি যে সকলেই পতিত। এই নাটক তো তৈরি হয়েই আছে। জানি যে এর চলন এইরকমই। খাওয়া দাওয়া কত নোংরা। যা পায় তাই খেয়ে নেয়। জীবন সকলেরই প্রিয়। আমাদেরও এই জীবন খুবই প্রিয় অনুভব হয়। আমরা জানি যে এই জীবনেই আমাদেরকে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। যোগযুক্ত থাকলে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হবে। বিকর্ম কম হবে। ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য আয়ু বেড়ে যাবে। এই সময়েই পুরুষার্থ করা হয় যার দ্বারা ভবিষ্যতে ফল পাওয়া যায়। যোগবলের দ্বারা আমরা স্বাস্থ্যবান হই আর জ্ঞানের দ্বারা সম্পত্তিবান। স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি থাকলেই সুখ থাকবে। কেবল সম্পত্তি থাকলে, স্বাস্থ্য না থাকলে সুখও থাকবে না। এমন অনেক বড় বড় রাজা এবং ধনী ব্যক্তি আছেন যারা হয়তো খোঁড়া কিংবা রোগী। তাদেরকে বলা হয়, এইরকম বিকর্ম করেছ যার জন্য এই ফল পেয়েছ। বাবা তোমাদেরকে অনেক কিছুই শোনান। কিন্তু এমন যেন না হয় যে বাইরে গেলে যেই কে সেই রয়ে গেলাম। এইরকম হওয়া উচিত নয়। জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, যদি কিছু স্মরণে না আসে তাহলে কেবল শিববাবাকে স্মরণ কর। অন্তরে গুপ্তভাবে তাঁর মহিমা করতে হবে। বাবা, এটা কখনও মনে বা চেতনাতেও আসেনি যে তুমি এসে পড়াবে। কোনো শাস্ত্রতেও এটা নেই যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এসে শিক্ষা দেন। বাবা, এখন আমরা জেনে গেছি। বাবার বদলে কৃষ্ণের নাম বলে দেওয়ার জন্য গীতাই মিথ্যা হয়ে গেছে। এটা তো কৃষ্ণের চরিত্র নয়। গীতা হল এই সঙ্গমযুগেরই শাস্ত্র। ওরা এটাকে দ্বাপরযুগে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই বাবা বলছেন - বাচ্চারা, অন্য সকল কথা বাদ দিয়ে কেবল পড়ার ওপরেই মনোনিবেশ করতে হবে। বাবার স্মরণ না থাকলে, পড়াতে ব্যস্ত না থাকলে সময় নষ্ট হবে। তোমাদের কাছে সময় খুবই মূল্যবান, তাই ব্যর্থ যেন না হয়। শরীর নির্বাহ কর কিন্তু অন্যান্য ফালতু চিন্তা ভাবনাতে সময় নষ্ট করোনা। তোমাদের প্রতি সেকেন্ডে হীরেতুল্য মূল্যবান। বাবা বলছেন, মন্মনা ভব। কেবল এতেই সময় সফল হয়। বাকি সময় ব্যর্থ চলে যায়। তালিকা প্রস্তুত কর যে আমি কত সময় নষ্ট করি। একটাই অক্ষর, মন্মনা ভব। অর্ধেক কল্প আমরা জীবনমুক্তিতে ছিলাম তারপর অর্ধেক কল্প জীবনবন্ধনে এসেছি। সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমোগুণী হয়েছি তারপর এখন পুনরায় জীবনমুক্ত হচ্ছি। নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে প্রথমে সুখ ভোগ করে তারপর দুঃখ পায়। যেসকল নতুন আত্মারা আসে তারা সুখ ভোগ করে। কারোর মহিমার প্রচার হয়, কারণ নতুন আত্মা হওয়ার জন্য শক্তি থাকে। তোমাদের অন্তরে খুশির বাজনা বাজা উচিত। আমরা বাপদাদার সম্মুখে বসে আছি। এখন নতুন দুনিয়ার রচনা হচ্ছে। এই সময়ে তোমাদের মহিমা সত্যযুগের থেকেও শ্রেষ্ঠ। জগদম্বা, দেবীরা

সকলে সঙ্গমযুগেই ছিল। ব্রাহ্মণরাও ছিল। তোমরা জানো যে এখন আমরা ব্রাহ্মণ, এরপর পূজনীয় দেবতা হব। তারপরে তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রূপে মন্দির তৈরি হয়। তোমরা চৈতন্য দেবী হয়ে যাও। ঐগুলো তো জড় চিত্র। ওদেরকে প্রশ্ন কর যে এই দেবীদের কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? কেউ কথা বলতে আসলে তাকে বোঝাও যে আমরাই ব্রাহ্মণ ছিলাম তারপর আমরাই দেবতা হই। তোমরা এখন চৈতন্য রূপে আছ। তোমরা বল যে এই জ্ঞান কতই না সুন্দর। বরাবর তোমরাই স্থাপন কর। বাচ্চারা বলে বাবা, আমি লক্ষ্মী নারায়ণের থেকে কম পদ নেব না। আমি তো সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। এই স্কুল এইরকমই। সবাই বলে যে প্রাচীন রাজযোগ শিখতে এসেছি। যোগের দ্বারা দেবী দেবতা হও। এখন তো শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। মুখ্য বিষয় হল স্মরণ। স্মরণের সময়েই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা অনেক চেষ্টা করবে, কিন্তু তাও বুদ্ধি কোথাও না কোথাও চলে যাবে। যত পরিশ্রম সব এই বিষয়েই। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান সুখদাতা হতে হবে। মন, বচন কিংবা কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবেনা। সর্বদা শান্তচিত্ত এবং হর্ষিতমুখ থাকতে হবে।

২) ব্যর্থ চিন্তা করে সময়ই নষ্ট করা উচিত নয়। অন্তরে বাবার মহিমা করতে হবে।

বরদান:- আমার-আমার ভাবকে সমাপ্ত করার মাধ্যমে পুরাতন দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করে নির্ভীক এবং ট্রাস্টি হও।

মানুষ মরতে ভয় পায়, কিন্তু তোমরা তো মৃতই। যারা নতুন দুনিয়াতে জীবিত এবং পুরাতন দুনিয়ার থেকে মৃত তাদের আবার কিসের মৃত্যুভয়। ওরা তো স্বাভাবিক ভাবেই নির্ভয় হবে। কিন্তু যদি কোনো আমার-আমার ভাব থাকে তবে মায়ারূপী বিড়াল মিউ মিউ করবে। মানুষ মৃত্যুর জন্য, জিনিসপত্রের জন্য কিংবা পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা করে, কিন্তু তোমরা হলে ট্রাস্টি। এই শরীরটাও আমার নয়। তাই সবকিছুর প্রতি অনাসক্ত, কোনো কিছুতেই একটুও আকর্ষণ নেই।

স্লোগান:- নিজের হৃদয়কে এতই বড় বানাও যাতে স্বপ্নেও কোনো ক্ষুদ্র (হদের) সংস্কার প্রকট না হয়।